

করোনাকালে বেতন-ফি, মেসভাড়া মওকুফসহ ৬ দফা দাবিতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ



সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে করোনাকালীনসময়ে শিক্ষার্থীদের বেতন-ফি মওকুফ, মেসভাড়া মওকুফে সরকারি বরাদ্দ দেয়া, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এক সেমিস্টারের ফি মওকুফ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, আবাসিক হল থেকে অছাত্র ও বহিরাগত বিতাড়নসহ ৬ দফা দাবিতে ৩০ অক্টোবর '২০ প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপিপেশ কর্মসূচি পালিত হয়।

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশ শেষে মিছিল শাহাবাগ পৌঁছালে পুলিশ বাধা প্রদান করে। পরবর্তীতে সেখানে সমাবেশ শেষে প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্মারকলিপি পৌঁছে দেন।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আল কাদেরী জয়ের সভাপতিত্ব ও প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক শোভন রহমানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন নাসির উদ্দিন খ্রিস, রুখসানা আফরোজ আশা, মুক্তা বাউড়ি, অনিক কুমার দাস ও রাজীব কান্তি রায়।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার বড় বড় ব্যবসায়ীদেরকে বাঁচানোর জন্য নানা ধরনের আর্থিক

সুবিধা দিয়ে প্রনোদনামূলক প্যাকেজ দিচ্ছে অথচ শিক্ষার্থীদের বেতন-ফি, মেসভাড়া মওকুফে কোন ধরনের সহায়তা নাই। ছাত্রদের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখার স্বার্থে ছাত্র ফ্রন্ট যে ৬ দফা দাবি উত্থাপন করে। ৬ দফা দাবি :

১. করোনাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের বেতন-ফি মওকুফ কর, মেসভাড়া মওকুফে সরকারি বরাদ্দ দাও, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এক সেমিস্টারের ফি মওকুফ কর।
২. সকল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত কর, আবাসিক হল থেকে অছাত্র ও বহিরাগত বিতাড়ন করো।
৩. পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ও সকলের জন্য সমান আয়োজন ছাড়া অনলাইন ক্লাস ও পরীক্ষা পরিচালনা করা চলবে না। ডিভাইস ক্রয়ে ঋণ নয়, অনুদান চাই।
৪. বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন নিশ্চিতে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ দাও।
৫. সকলের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে, বিনামূল্যে করোনা চিকিৎসা ও ভ্যাকসিন নিশ্চিত করতে হবে। সকল শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আনতে হবে, চিকিৎসার জন্য হেলথ কার্ড প্রদান করতে হবে।
৬. স্বাস্থ্যখাতসহ বিভিন্ন খাতে দুর্নীতি বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।